আর্টি কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এর

নিবেদন

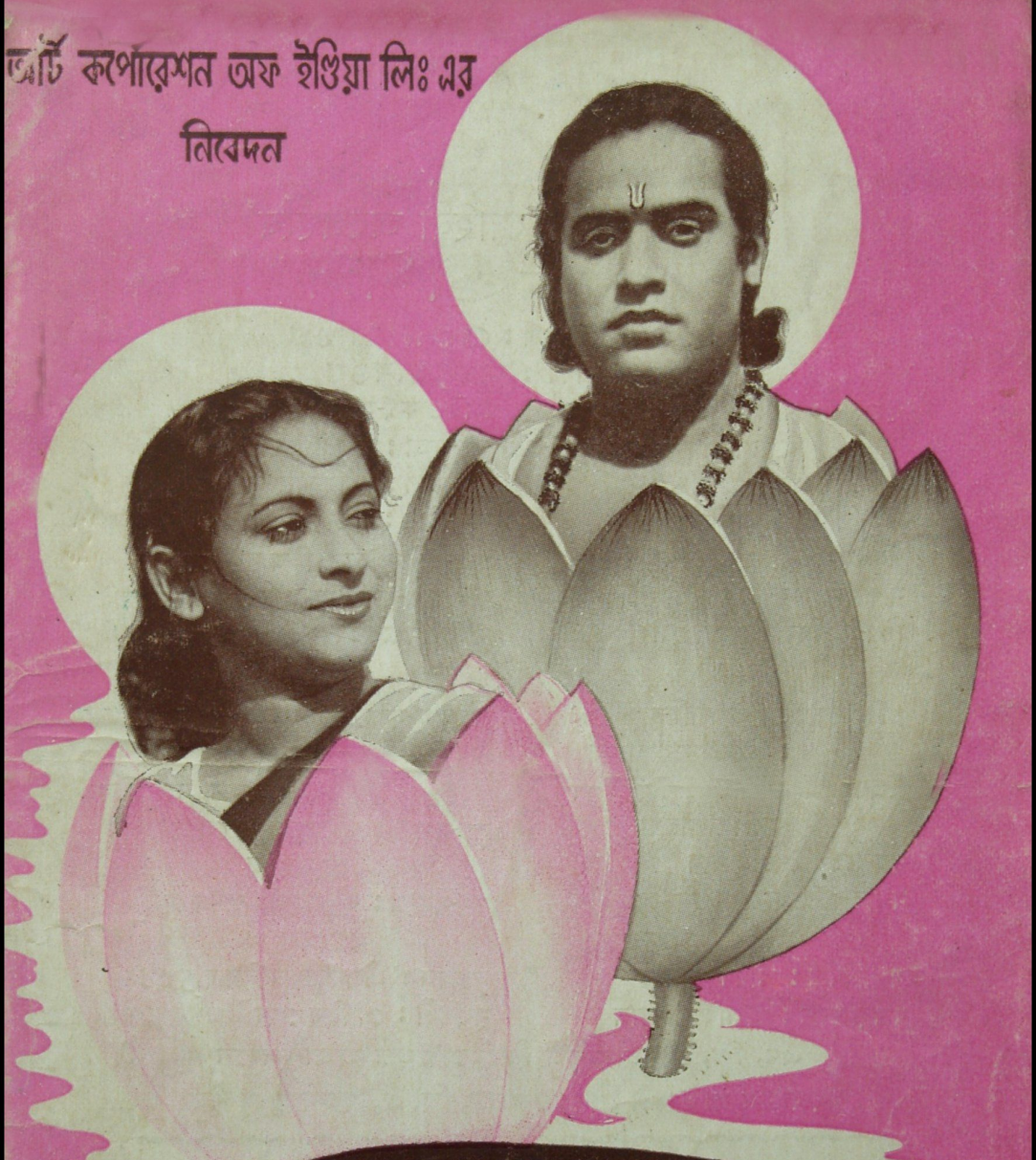

রামী-চণ্ডীদাস

আর্ট কর্পোরেশান অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিবেদন

অপরেশচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

রামী-চণ্ডীদাস

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দেবনারায়ণ গুপ্ত**

সঙ্গীত-পরিচালনা : **খগেন দাশগুপ্ত**

গীতকার : কবি চণ্ডীদাস
ননীগোপাল গোস্বামী এম্-এ
সমরেন্দ্র রায়, চন্দন গুপ্ত

চিত্র-শিল্পী : অনিল গুপ্ত

শব্দ-যন্ত্রী : অনিল তালুকদার

সম্পাদনা : রবীন দাস

শিল্প-নির্দ্দেশনা : নরেশ ঘোষ

ষ্টুডিও কর্ম্ম-সচিব : বিমল ঘোষ

দৃশ্য-সজ্জা : সুধীর খাঁন

রূপ-সজ্জা : বসির আমেদ

স্থির-চিত্রে : ফটো সার্ভিস্

চিত্র-পরিস্ফুটনে : ফিল্ম সার্ভিসেস্

বহির্দৃশ্যের-শব্দযোজনা : ভূপেন ঘোষ

পরিচয়লিখনে : স্বপন সেন

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : বুল্টু পালিত
রমেন মুখোপাধ্যায়

চিত্র-শিল্পে : জ্যোতির্ম্ময় লাহা, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, আশু দত্ত

শব্দ-যন্ত্রে : শৈলেন পাল

সঙ্গীত-পরিচালনায় : নির্ম্মলেন্দু বিশ্বাস
রামময় লাহা

সম্পাদনায় : অনিল সরকার

ব্যবস্থাপনায় : রাধাবিনোদ দাস

আলোক-সম্পাতে : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক

দৃশ্য-সজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল
সুকুমার দে

রূপ-সজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে, শেখ বেচু

দৃশ্যাঙ্কন : শ্রীরামচন্দ্র, কবিন্দ্র দাশগুপ্ত

মৃৎশিল্পী : গোবিন্দ ঘোষ

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে

ন্যাশনাল্ সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

নাম ভূমিকায় :

সন্ধ্যারাণী ★ অসিতবরণ

অন্যান্য ভূমিকায় : সাবিত্রী চট্টোঃ, কমল মিত্র, রাধারাণী, সন্তোষ সিংহ, ভানু বন্দ্যোঃ, তুলসী চক্রঃ, শ্যাম লাহা, অনুপকুমার, গুরুদাস বন্দ্যোঃ, গঙ্গাপদ বসু, আশা দেবী, শরৎ চট্টোঃ, স্বরূপকুমার, প্রবীর সামন্ত, দিলীপ চট্টোঃ, নমিতা দেবী, মাষ্টার ঝন্টু, শম্ভু ভট্টাঃ, নির্ম্মল চক্রঃ, বীরেন নন্দী, সুনীলবরণ মণি চক্রঃ (মিনে), রাধাবিনোদ প্রভৃতি।

পরিবেশনা : **চিত্র পরিবেশক**

আজ থেকে প্রায় ৫৫০ বছর আগেকার কথা। সেদিন সমগ্র বাংলা দেশ ছিল—শক্তি-সাধনায় উন্মত্ত। বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে সেদিন তন্ত্র-সাধনার নামে অব্যাহতগতিতে চলেছিল—মদ্যপান, ব্যাভিচার, নরহত্যা! বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধুরা সেদিন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল—এই দেশের ওপর। বিশেষতঃ বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলে এই সকল সাধুর প্রভাব ছিল সমধিক।—এই বীরাচারী সমাজের মাঝেই দেখা দিলেন—চণ্ডীদাস। যে পরিবারের মাঝে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করলেন—সে পরিবার ছিলেন, রাঢ়ের সদাজাগ্রতা দেবী বাশুলী বা বিশালাক্ষীর সেবায়েৎ!

চণ্ডীদাসের পিতা ভবানীপ্রসাদ বৃদ্ধ হওয়ায় বাশুলীর সেবার ভার পড়ল—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীদাসের ওপর।

চণ্ডীদাস ভাবুক, কবি, দার্শনিক, গীতিকার। গান রচনা করেন, তাতে সুর সংযোজনা করেন—উদাত্তকণ্ঠে সে গান গেয়ে ওঠেন।—সে সুর স্পর্শ করে গ্রামের বিধবা রজক-কন্যা রামী বা রামমণিকে। রামী দেখে, বাশুলীর পূজারী ঠাকুর বীরাচারী সমাজের মাঝে থেকেও এক স্বতন্ত্র মানুষ। উত্তরসাধিকা রামী তাঁর সান্নিধ্য খোঁজে।

রামী পুকুরঘাটে কাপড় কাচে। অদূরে চণ্ডীদাস ছিপ ফেলে বসে থাকে। টোপ্ যে কখন খেয়ে পালায় তার হুঁস্ থাকে না! সে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রামীর দিকে।—

রামী আড়নয়নে দেখে আর মনে মনে হাসে। এমন করেই তাদের সম্পর্ক নিবিড়তম হয়।

ওদিকে গ্রামের প্রচণ্ড প্রতাপশালী জমিদার দুর্ল্লভ রায়ের নজর পড়ে—রামীর

ওপর। তিনি তাঁর অনুচরকে নিযুক্ত করেন রামীকে বশীভূত করার জন্য।

বাশুলীর মন্দিরে কিছুদিন হোল এক তান্ত্রিক সাধু এসেছেন—তিনি দুর্ল্লভরায়কে আশ্বাস দিয়েছেন—চতুর্দ্দশী সংলগ্ন অমাবস্যায় নরবলি দিলেই তিনি পুত্রের মুখ দেখতে পাবেন। আজ কদিন হোল গোপনে তারই আয়োজন চলেছে। অপরদিকে এই সাধু চণ্ডীদাসকেও দীক্ষা দিতে চান ঐ একইদিনে। গোপনে তান্ত্রিক সাধুরও নজর পড়েছে—রামীর ওপর। তিনি দেখেছেন, নায়িকার সমস্ত লক্ষণ রামীতে বিদ্যমান। এই রকম একটি রমণীর অভাবেই তিনি নাকি এতদিন অষ্টসিদ্ধি-লাভ করতে পারেননি। তাই কৌশলে সুরার সাহায্যে রামীকে অজ্ঞান করে রাখেন—মন্দির সংলগ্ন এক পোড়ো বাড়ীতে।

চণ্ডীদাস পোড়ো বাড়ীতে সাধুর নির্দ্দেশে গিয়ে দেখেন—রমণী আর কেউ নয়—রামী! রামীর জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে চণ্ডীদাসকে। রামী ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে যায়—চণ্ডীদাস বলেন—'তুমি আমায় বিশ্বাস করো—সত্যিই আমি কিছু জানি না'। শেষে রামী বুঝতে পারে—এ তান্ত্রিক-সাধুর ষড়যন্ত্র।

এরপর চণ্ডীদাসের জীবনে আসে, অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! উত্তরসাধিকা রামীর সংস্পর্শে এসে চণ্ডীদাসের জীবন-ধারা হয় অন্যরূপ!

চণ্ডীদাসের পরিবর্ত্তন এবং রামী-চণ্ডীদাসের মেলামেশা গ্রামের ভদ্রসমাজের কাছে বেশ আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

শেষে স্থির হোল যে চণ্ডীদাসের বিবাহ দেওয়া হবে। নচেৎ চরিত্র-সংশোধনের কোন উপায় নেই। পাত্রী ঠিক করা হোল। আশীর্ব্বাদের দিন স্থির হোল। সকলে যথাসময়ে আশীর্ব্বাদের আসরে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস বিবাহ করতে রাজী হলেন না। তিনি জানালেন—প্রকৃতি মাত্রেই রাধা, ব্রজেশ্বরী। সুতরাং বিবাহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। চণ্ডীদাস বিবাহে অমত করায় ভবানী-প্রসাদ চণ্ডীদাসকে ত্যাজ্য-পুত্র করলেন। ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে পতিত বলে গণ্য করলেন। চণ্ডীদাস তথাপি রামীকে ত্যাগ করতে পারলেন না। কিন্তু এতো করেও দুর্ল্লভ রায় তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারলেন না। রামীকে কিছুতেই বশে আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। শেষে গভীর নিশীথে রামীকে ধরে আনতে পাইক পাঠালেন—আর হুকুম দিলেন তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে! ওদিকে রামী তখন দুর্ল্লভ রায়ের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে চণ্ডীদাসকে কলঙ্ক-মুক্ত করতে গ্রাম ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে—রাজনগরের পথে!

রাজনগরের রাজা সুচেৎ সিংহ নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামী এসে আশ্রয় নেয়—এই নববৃন্দাবনে। নববৃন্দাবনের দেবদাসী রামীর মুখে চণ্ডীদাসের গান শুনে বিস্মিত হন। বলেন—'শ্যামার পূজারীর মুখে শ্যামের নাম গান আশ্চর্য্য ত!' রামীর হয়েছে—চোরের মার কান্না; বুক ফেটে যায় তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

এদিকে ভবনীপ্রসাদ পুত্রকে ত্যাজ্য করে শোকে দেহত্যাগ করেছেন। প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীকারে চণ্ডীদাসকে পিতৃ-শ্রাদ্ধের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজপতি দুর্ল্লভ রায় এইসঙ্গে চণ্ডীদাসকে একথাও স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন—যে অস্পৃশ্যা রামীর সংস্পর্শে চণ্ডীদাস আর কখনও আসতে পারবে না। আজ চণ্ডীদাসের পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও সেইসঙ্গে জাতে ওঠার ভোজ হবে।

রামী শুনেছে—চণ্ডীদাস তাকে ত্যাগ করে জাতে উঠেছেন। তাই সে কৃষ্ণবিরহিণী রাইউন্মাদিনীর মত ছুটে আসে নববৃন্দাবন ছেড়ে—চণ্ডীদাসের কাছে তার মুখের কথা শুনতে। শত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে সে চণ্ডীদাসের পদপ্রান্তে এসে লুটিয়ে পড়ে! জিজ্ঞাসা করে কাতর কণ্ঠে—'তুমি নাকি আমায় ত্যাগ করে জাতে উঠছ ঠাকুর!' চণ্ডীদাস ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন—'না না, আমি ভুল করেছি—সত্যভ্রষ্ট হয়েছি—জাতি ভ্রষ্ট হয়েছি—তুমি আমায় জাতে তুলে নাও!'—তখন উত্তরসাধক চণ্ডীদাসের ভুজবল্লরীতে উত্তরসাধিকা রামীর ক্লান্ত দেহ লুটিয়ে পড়েছে!

সঙ্গীতাংশ

সাধুর গান

জগজনমোহিনী ভগবতী কালিকে
ভক্ত হৃদয় মম রঞ্জনকারিকে
নাহং জানে তব মহিমানং
নাহং জানে তব পূজা দানং
করুময়ি করুণাং দুষ্কৃত হারাং
কাতর বন্দ্যো জগত পালিকে।
মাত কালিকে ত্বয়ি যো ভক্ত
কিলতাং ত্রষ্ট্ং ন যমঃ ভক্ত
হরকৃপাময়ী মা মজ্ঞানং
হরমে পাপং কুমতি কলাপং
শ্মশান-বিলাসিনী বিশ্ব-বিমোহিনী
ত্রাহি ত্রাহি মাং সর্ব্ব সাধিকে॥
জগজনমোহিনী ভগবতী কালিকে॥

(ননীগোপাল গোস্বামী)

চাঁপার গান

বয়সে যুবতী তাহে রূপবতী
এ তোর হইল কি—
যৌবন বনে কুরঙ্গ ধরিতে
সাধ কেন তোর ছিঃ ছিঃ ছিঃ !
বলি রঙ্গ দেখে বাঁচি নে আর
তুমি না জানি কার
তুমি এলায়ে কেশের শোভা
কার হোতে চাও মনলোভা (রে সখি)
নীল শাড়ী তনু দেহ ঘেরি—
পুরুষ রতন কোন্ যারে চায় তোর মন
মরি লাজে তোরে যত হেরি (সখি রে)
অতনু কি তনু ধরে এল সখি তোর তরে
আঁখি পরে রাখিয়া কে আঁখি।

(সমরেন্দ্রনাথ রায়)

রামীর গান

সাজায়ে দেরে মোরে (সখীরে)
(আমি) রূপের বাঁধনে বাঁধিব বধুর
বাঁধিব প্রেমের ডোরে (সখীরে)
আমি বাঁধিবো তারে—
সেই অপরূপ রূপের বাঁধনে বাঁধবো তারে—
মালতী ফুলের বিনোদ মালাটী
পরায়ে দে মোর গলে—
আমার সেই প্রেমময় লাগি, ফুটেছে নয়ন জলে।
এ তনু ঘেরিয়া পরায়ে দে সখি সাধের নীলাম্বরী
আমার প্রাণের ঠাকুরে পরাণে লভিব
মোর নীলমণি সেই হরি
চরণে বেঁধে দে মুখরা নুপুর
ভ্রমর ভুলিবে শুনি—
মোর গুণময় কবিরে ভোলাতে আমি হব গুণী।
ভুলে যে যাবে, শুনে ভ্রমর ভুলে যে যাবে;
ও তার গুণ্, গুণ্, গুঞ্জনধ্বনি
শুনে ভ্রমর ভুলে যে যাবে।
প্রেমিকের লাগি পাগল হোয়েছি
পাগল হোয়েছে রামী—
পরাণ হোয়েছে রসের সাগর
রসিকে পেয়েছি আমি।

(সমরেন্দ্রনাথ রায়)

রামীর গান

নর জনম লহে সকলই মানুষ নহে—
ধরমই সকলই জানায়;
প্রেমক আরতি কোই ন পূজতি
মানুষ কাহাকে বলি হায়!
সজনি করম বিপাকে সবই হয়।
সৎপথ পরিহরে পাপ উপায় করে—
ইতর ভদ্র তাহে ভেদ দেখয়।

(ননীগোপাল গোস্বামী)

দেবদাসীর গান

কুসুম নিকর মলয়-সমীর-রভস-বিলসিতেন
প্রেম-লুবধ মুগধ মনসি উরয় হরি যেন
আহা! মরি রূপ কি উল্লাস
ও রূপ সম্মুখে ধরি' নয়ন অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জীউ করে আশ
বড় আশা আছে মনে
ওই রূপ রাশি পান করিব।
তোহারি রূপ গুণ হরিল প্রাণ মন
তব ধ্যানে হইয়া থাকি ভোর
ও রস সায়র ওরণ পাউল
কাঁদে মোর চিত্ত চকোর (হায়রে)
ঝর্ ঝর্ লোচনে পুণ পুণ হেরই
আকুল পরাণ তিয়াস
দৈব নিদারুণ কয়ল দু'হু লোচন
তুঝ পর পলকক বাস।
কি পেখিনু বারং বারং
আমি কি দেখিলাম
বার বার আমি কি দেখিলাম
সেই কালোরূপের আলো করা
যশোমতীর নয়ন তারা
হন্ত বিমুহতি পশু মন মম
হেরইতে বরিখে নয়নং
ঝরে গেল নয়নমধু ঝরে গেল
নয়ন মধু না পাইল।
নীল লাবণি অবণী ভরল রূপ
নখমনি দরপনি তিমির বিনাশ
সঁপিনু মুকমন সেবই অনুখন
ঐছন চরণক আশ।

(ননীগোপাল গোস্বামী)

চণ্ডীদাস ও রামীর গান

পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে
সই, এ কথা কহিব কারে
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া কখন কি জানি করে
হইতে হইতে অধিক হইল, সহিতে সহিতে মনু
কহিতে কহিতে তনু জরজর, পাগল হইয়া গেনু।
এমন পীরিতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়
পীরিতি পরম দুখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।

(শ্রীচণ্ডীদাস)

চণ্ডীদাসের গান

শুন রজকিনী রামী
ও দু'টী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি
তুমি বেদ বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়ন তারা
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা জাজনে
তুমি সে গলার হারা—
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়—
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।

(শ্রীচণ্ডীদাস)

রামীর গান

এমন পীরিতি কভু দেখি নাহি শুনি,
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।
দুঁহু করে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধতিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহু না জীয়ে
মানুষে এমন প্রেম কভু না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়।
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা
সময় নহিলে সে দেয় এক কণা।
কুসুম মধুপ যেন সেহো নহে তুল
না আইলে ভ্রমর না যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে।

(শ্রীচণ্ডীদাস)

নেপথ্য সঙ্গীত

কে যায়—কে যায়—পাগলের মত ছুটে,
লক্ষ বাঁধন টুটে।
কে আসে ধাইয়া তারই তরে হায়!
দূর দুরান্ত হতে;
কাব্যকুঞ্জে কাকলি ধরিবে তান
কমলিনী দলে ভ্রমর গাহিবে গান
বঙ্গ-মিথিলা রচিবে
মিলন নবীন পর্ণপুটে!
রূপ অরূপের মিলন মাধুরী লুটে!

(শ্রীচন্দন গুপ্ত)

★
★ ★

চিত্র পরিবেশক এর পরিবেশনায় পরবর্ত্তী চিত্র সম্ভার

ইউনাইটেড পিকচার্স এর

ঝকমারি

রচনা ও পরিচালনা : কালিপদ দাস
রূপায়ণে : জীবেন, হরিধন, তুলসী, করবী, রেখা, জয়শ্রী, তপতি।

প্রভা টেকনিক লিঃ এর

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল

পরিচালনা : চিত্ত বসু
রূপায়ণে : সন্ধ্যারাণী, বিকাশ, জহর, রেণুকা, বিভু।

তরণী সেন বধ

কাহিনী ও সংলাপ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
পরিচালনা : হরি ভঞ্জ

কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠান এর

লক্ষ্মীরা

পরিচালনা : চিররঞ্জন মিত্র
রূপায়ণে : মঞ্জু দে, দীপ্তি রায়, বিকাশ, উত্তমকুমার।

শ্যামলী চিত্র প্রতিষ্ঠান এর

সতীর দেহত্যাগ

কাহিনী ও সংলাপ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
পরিচালনা : মানু সেন
রূপায়ণে : দীপ্তি রায়, উত্তমকুমার, কমল মিত্র, শ্যাম লাহা, ভানু।

চিত্র শিল্পী লিঃ এর

ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের—

স্বর্ণলতা

পরিচালনা : খগেন রায়
রূপায়ণে : সন্ধ্যারাণী, সাধনা বসু, বিকাশ, বিমান।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর

মন্ত্রশক্তি

পরিচালনা : চিত্ত বসু
রূপায়ণে : সন্ধ্যারাণী, জহর।

চিত্র পরিবেশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।